ইত্তেফাক

তারিখ ...25.2.79...
পৃষ্ঠা... 1 ......কলাম... 1 ...

২০-সালা প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রাথমিক রূপরেখায় মিশ্র অর্থনীতির নীল নক্‌শা

। এন. এম. হারুন ।

প্রস্তাবিত ২০-সালা (১৯৮০-২০০০ সাল) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫ সাল) দেশে একটি মিশ্র অর্থনীতি গড়িয়া তোলার নীল নক্‌শা প্রণয়ন করিবে বলিয়া প্রায় নিশ্চিতভাবে ধারণা করা হইতেছে। উল্লেখ্য, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকে (১৯৭৩-৭৮ সাল) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সোপান হিসাবে দাবী করা হইয়াছিল। অবশ্য, অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ১৯৭৩ সাল হইতেই মিশ্র অর্থনীতি গড়িয়া তোলার প্রয়োজনে শিল্পনীতিতে পরিবর্তন সাধন করা হইতেছে।

"পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উপর প্রাথমিক চিন্তা" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার উপর একটি খসড়া দলিল ইতিমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের উর্ধ্বতন মহলে বিতরণ করিয়াছে। খসড়া দলিলে উল্লেখ আছে: "মূলতঃ একটি মিশ্র অর্থনীতি গড়িয়া উঠিবে, যেখানে ব্যক্তি মালিকানার একটি বৃহৎ ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকিবে। স্থানীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে থানা কেন্দ্রে স্থাপিত শ্রমিক-নির্ভর (Labour-intensive), মাঝারি এবং কুটির শিল্পের উপর নূতন শিল্পনীতি সমধিক জোর দিবে। জাতীয় এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হইবে এবং গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত কার্যকরী স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক চাপ প্রয়োগ করিয়া এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে।"

বৈশিষ্ট্য

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হইবে। এই ২০ বৎসর সময়কালের মধ্যে গড়ে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

তাং 25.2.79
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

পরিকল্পনার প্রাথমিক রূপরেখা

(১ম পৃঃ পর)

বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ হারে মোট জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করার কথা চিন্তা করা হইতেছে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫ দশমিক ৫ ভাগ নির্ধারণ করা হইয়াছিল এবং শতকরা ৪ ভাগ হার অর্জিত হইয়াছিল।

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন প্রেক্ষিত ও ইহার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইবে বলিয়া খসড়া দলিলে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য, কোন মৌলিক বা আমূল ভূমি সংস্কারের কথা বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে, বর্তমান ভূমি-মালিকানা বজায় রাখিয়া পরিকল্পিতভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে নূতন ধরনের গ্রামভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে থানাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণের কথা চিন্তা করা হইতেছে।

সর্বোপরি, গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভাগ অথবা জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থা গঠনের কথা চিন্তা ভাবনা করা হইতেছে। জাতীয় পরিকল্পনা আঞ্চলিক পরিকল্পনার সমষ্টি হিসাবে প্রণীত হইবে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

খসড়া দলিল অনুযায়ী প্রেক্ষিত ও ইহার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহের ৮টি প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকিবে। এইগুলি হইতেছে:

(১) খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র ও চিকিৎসার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন মিটানো;

(২) বাঁচিয়া থাকার মত মজুরিসহ সকলের জন্য কর্মসংস্থান করা;

(৩) বার্ষিক গড়ে শতকরা ৭ ভাগ হারে মোট জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং চলতি শতাব্দী শেষে ১৯৭৭-৭৮ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৪,৭২৫ টাকায় (৩১৫ ডলার) উন্নয়ন করা। বর্তমানে বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৫১২ টাকা;

(৪) চলতি শতাব্দীর শেষে জনসংখ্যা ১০ কোটিতে সীমাবদ্ধ রাখা;

(৫) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার করা। পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা। বিশেষ মেধার অধিকারী নয় এমন ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত করা;

(৬) সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ ও আয়ের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন;

(৭) বৈদেশিক সাহায্যের উপর বর্তমানের অত্যধিক নির্ভরশীলতার হার ক্রমান্বয়ে কমানো, এবং

(৮) দুর্নীতি দমন এবং সরকারী কাজে দক্ষতা ও সততা বৃদ্ধি করা।

বাস্তবায়নের মৌল পন্থা

খসড়া দলিল অনুযায়ী প্রেক্ষিত ও ইহার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের মৌল পন্থা ১১টি হইবে। তন্মধ্যে ৭টি প্রধান পন্থা হইতেছে:

(১) গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ; জনগণকে সংগঠিত করিয়া রাস্তা, খাল, সেচ ব্যবস্থা, স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি ধরনের পল্লী উন্নয়নের উপরিকাঠামো তৈরী করা; পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীয় করা এবং বিভাগ বা জেলাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা, আঞ্চলিক পরিকল্পনাগুলিকে জাতীয় পরিকল্পনায় সমষ্টিভুক্ত করা। এতদ্ব্যতীত, একাধিক অঞ্চলে বিস্তৃত বা প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রকল্প জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তকরণ করা। থানা, ইউনিয়ন ইত্যাদি পর্যায়ের পরিকল্পনাকে জেলা পর্যায়ে সমন্বিত করা এবং বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার প্রয়োজনে প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীয় করা;

(২) যে-কোন নামের বা ধরনের সরকার স্বীকৃত গ্রামভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গঠন; জাতীয়, জেলা ও থানাভিত্তিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে "গ্রাম উৎপাদন পরিকল্পনা" প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম কাজ হইবে। গ্রাম ভিত্তিতে ভূমির ব্যবহার ও কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ। প্রয়োজন বোধে এই প্রতিষ্ঠান "গ্রাম যৌথ খামার" গঠন ও পরিচালনা করিবে;

(৩) প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ২০ বৎসর সময়কালের মধ্যে ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করা;

(৪) গড়ে বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ হারে মোট জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি করা। তন্মধ্যে কৃষিখাতে শতকরা ৪ দশমিক ৭ ভাগ এবং শিল্পে শতকরা ১২ ভাগ। ২০০০ সালে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ আসিবে কৃষি হইতে (বর্তমানে শতকরা ৫৫ ভাগ) এবং শতকরা ২২ ভাগ আসিবে শিল্প হইতে (বর্তমানে শতকরা ৮ ভাগ);

(৫) আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা জোরদার করা। বর্তমানের সঞ্চয়ের হার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩ ভাগ এবং পুঁজি বিনিয়োগের হার শতকরা ১২ ভাগ হইতে ক্রমান্বয়ে ১৯৮৫ সালে যথাক্রমে শতকরা ৮ ও ১৮ ভাগে বৃদ্ধি করা। ১৯৯০ সালে এই হার যথাক্রমে শতকরা ১২ ও ১৯ ভাগে বৃদ্ধি করা; ১৯৯৫ সালে শতকরা ১৫ ও ২০ ভাগে এবং ২০০০ সালে শতকরা ১৯ ও ২২ ভাগে উন্নীত করা। সঞ্চয় ও পুঁজি বিনিয়োগের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ট্যাক্স, ভর্তুকি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে;

৬) শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শ্রমিকনির্ভর ও দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদান করা; নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা মিটানোর জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া এবং থানাভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা;

(৭) সরকারী ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন খাতের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বৃহৎ অথবা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত শিল্পে ব্যক্তিমালিকানার প্রাধান্য সম্বলিত মিশ্র অর্থনীতি গড়িয়া তোলা। কৃষি জমি মূলতঃ ব্যক্তি মালিকানায় থাকিবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা

খসড়া দলিল অনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১১টি প্রধান দিক থাকিবে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে:

(১) পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে আইনগত ও প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উদাহরণ স্বরূপ, নির্দিষ্ট এলাকায় যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করা;

২) ১৯৮৫ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা;

৩) প্রত্যক্ষ ট্যাক্স ধার্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে ভর্তুকি কমানো;

৪) নিত্যব্যবহার্য পণ্য ও রফতানী পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার যথোপযুক্ত ব্যবহার; যানবাহন, সার, সিমেন্ট, ষ্টিল, গ্যাস, যন্ত্রপাতি, খনিজদ্রব্য ইত্যাদি মৌলিক শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; পল্লী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে যত সংখ্যক সম্ভব শ্রমিকনির্ভর গ্রামভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করা এবং

(৫) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে বার্ষিক গড়ে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ ভাগ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা।